বর্তমান সময়ের সেরা ট্যাবলেট পিসি

মেহেদী হাসান

প্রযুক্তি জগতে নিত্যনতুন চমক দেখানো যেনো প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একের পর এক চমক দেখিয়ে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে তারা। ডেস্কটপ, ল্যাপটপের যুগ পেরিয়ে এখন ট্যাবলেট পিসির সময়। বর্তমান সময়ের কিছু সেরা ট্যাবলেট পিসি নিয়েই আজকের এ আয়োজন।

মাইক্রোসফট সারফেস

চলতি বছরের ১৮ জুন মাইক্রোসফটের পক্ষ থেকে সারফেস ট্যাবলেট পিসির আগমনী বার্তা শোনা যায়। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সারফেসের বিবরণ শুনেই হইচই পড়ে যায় ট্যাবলেটপ্রেমীদের মধ্যে। স্মার্ট ডিজাইন, চমৎকার স্পেসিফিকেশন, সেরা অপারেটিং সিস্টেম, সব মিলিয়ে একবাক্যে সারফেসকে বর্তমান সময়ের সেরা ট্যাবলেট পিসি হিসেবে ধরে নেয়া যায়। দু'টি সংস্করণে সারফেস বাজারে ছাড়া হবে এমন ঘোষণা দেয়া হয় মাইক্রোসফটের পক্ষ থেকে। একটি সারফেস আরটি এবং অপরটি সারফেস প্রো। সারফেস আরটির মূল লক্ষ্য হবে বর্তমান ট্যাবলেটের বাজারে আধিপত্য বিস্তার। অপরদিকে সারফেস প্রো ছাড়া হচ্ছে বর্তমান আল্ট্রাবুকের বাজারে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরির জন্য।

সারফেস দেখার পর সবার আগে যা চোখে লাগে তা এর মনকাড়া ডিজাইন। ম্যাগনেসিয়াম অ্যালোয়ের মসৃণ পাত দিয়ে মোড়া সারফেস সুন্দরভাবে আপনার হাতের ভেতর জায়গা করে নেবে। অ্যাপলের আইপ্যাড কিংবা স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাব অপেক্ষা ব্যতিক্রমী সারফেস অনেকটা চৌকোনা আকৃতির, যার কিছুটা কৌণিক প্রান্তগুলো আপনাকে সারফেস ধরে রাখতে সাহায্য করবে। সারফেসের আরেকটি চমকপ্রদ সংযোজন এর কিস্ট-ইন কিক-স্ট্যান্ড। ট্যাবলেটকে দাঁড় করিয়ে রাখার কাজে কিক-স্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয়। যেখানে আইপ্যাড কিংবা অন্যান্য ট্যাবলেটে কিক-স্ট্যান্ড ব্যবহার করার জন্য পকেটের টাকা গুনতে হয়, সেখানে মাইক্রোসফট তাদের সারফেসের সাথে সুবিধাটি দিয়েছে কিস্ট-ইন হিসেবে। সারফেস ডিজাইন টিমের আরেকটি সাফল্য এর কাভার। কাভার মনে হলেও সেটি তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু। কাভারটি আসলে একটি কীবোর্ড। চৌম্বকীয় আবেশের টানে সেটি সারফেসের স্ক্রিনের সাথে লেগে থাকে। যখন তা মেলে দেওয়া হয় তখন পূর্ণাঙ্গ কীবোর্ড হিসেবে কাজ করে। সারফেসের নিচের দিকে পোর্টের সাথে সংযুক্ত থাকে এই কীবোর্ড।

বর্তমান ট্যাবলেটের বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে হলে ঠিক কী মানের হার্ডওয়্যারসহ ট্যাবলেট সরবরাহ করতে হবে তা মাইক্রোসফটের ভালো করেই জানা আছে। অ্যাপলের আইপ্যাড এক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল এতদিন। এবার তারা সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী পাবে।

আকারের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত পরিষ্কার করে কিছু জানা যায়নি। তবে ১০.৬ ইঞ্চি ডিসপে-থাকতে হলে আইপ্যাডের চেয়ে কিছুটা বড় আকার তো হতেই হবে। মাইক্রোসফট জানিয়েছে সারফেস আরটি ৯.৩ মিলিমিটার এবং সারফেস প্রো ১৩.৫ মিলিমিটার পুরু হবে।

সারফেসের দু'টি সংস্করণেই থাকছে ক্লিয়ার টাইপ প্রযুক্তির ১৬:৯ অনুপাতের ১০.৬ ইঞ্চি ডিসপে-। তারা জানায়, সারফেসের আরটি সংস্করণে থাকছে 'এইচডি' এবং প্রো সংস্করণে 'ফুল এইচডি' ডিসপে-। অ্যাপলের আইপ্যাড অবশ্য এক্ষেত্রে তাদের অত্যাধুনিক রেটিনা ডিসপে-সমেত অনেক এগিয়ে থাকবে।

এআরএমভিত্তিক এনভিডিয়া টেগ্রা প্রসেসর থাকছে সারফেস আরটি সংস্করণে। চমকপ্রদ খবর হলো সারফেস প্রোতে থাকছে ইন্টেলের কোর আইফ প্রসেসর, যা একে আল্ট্রাবুকের সমতুল্য করে তুলেছে।

সারফেসকে এক্ষেত্রে এগিয়ে রাখতেই হচ্ছে। যেখানে আইপ্যাড পাওয়া যাচ্ছে ১৬, ৩২ এবং ৬৪ গিগাবাইট স্টোরেজে। সেখানে সারফেস আরটি পাওয়া যাবে ৩২ এবং ৬৪ গিগাবাইট স্টোরেজে। আর ৬৪ এবং ১২৮ গিগাবাইটসহ বাজারে ছাড়া হবে প্রো সংস্করণ। এছাড়া মাইক্রো এসডি মেমরি কার্ডের মাধ্যমে সারফেসের স্টোরেজ বাড়ানো গেলেও আইপ্যাডে সে সুবিধা নেই।

সারফেস কমপিউটার চলবে মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ৮ অপারেটিং সিস্টেমে। উইন্ডোজ ৮-এর চমৎকার মেট্রো ইউজার ইন্টারফেস সারফেস ব্যবহারকারীকে দেবে ট্যাবলেট ব্যবহারের পূর্ণ স্বাদ। মাইক্রোসফট জানিয়েছে আরটি এবং প্রো সংস্করণের জন্য যথাক্রমে উইন্ডোজ ৮ আরটি এবং উইন্ডোজ ৮ প্রো ওএস থাকছে। তবে ডেস্কটপ কমপিউটার সফটওয়্যারগুলো প্রো সংস্করণে ব্যবহার করা গেলেও আরটি সংস্করণে সে সুযোগ থাকছে না। অর্থাৎ সারফেসে আরটির জন্য সব মেট্রো সফটওয়্যার উইন্ডোজ ৮ স্টোর থেকে নামিয়ে নিতে হবে। তবে সারফেস আরটিতে অফিস হোম অ্যান্ড স্টুডেন্ট ২০১৩ আরটি থাকছে যা প্রো সংস্করণে থাকবে না। সারফেসে একই পর্দায় একই সাথে দু'টি সফটওয়্যার চালানো যাবে যা অ্যাপলের আইওএস বা গুগলের অ্যান্ড্রয়িডে সম্ভব নয়।

কবে নাগাদ সারফেস বাজারে পাওয়া যাবে এ ব্যাপারে মাইক্রোসফট জানায়, অক্টোবরের শেষে সারফেস আরটি এবং ২০১৩ সালের শুরুতে সারফেস প্রো বাজারজাতকরণ শুরু করবে তারা। অনেক কিছুর মতো মূল্যের ব্যাপারেও তারা চুপ করে বসে আছে। তবে বর্তমান বাজারে টিকে থাকতে হলে পারফরম্যান্সের সাথে সাথে মূল্য যতটা সম্ভব কম রাখতে হবে। সম্প্রতি মাইক্রোসফটের সিইও স্টিভ বালমার বলেন, সারফেসের মূল্য ৩০০ থেকে ৮০০ মার্কিন ডলারের মধ্যে হতে পারে।

সারফেস সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই জানা হয়নি আমাদের। অথচ এরই মধ্যে সবার মাঝে বিস্ময় ছড়িয়ে দিয়েছে। আশা করা যায় পূর্ণ সারফেস পিসি যখন মানুষ হাতে পাবে তখনও সেই মানুষগুলোকে বিস্ময়াভিভূত করে দিতে পারবে মাইক্রোসফট।

অ্যাপল আইপ্যাড ৩

অ্যাপল এমন একটি নাম, যার সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। নতুনত্ব তাদের ধর্ম। যেখানে অন্যান্য কোম্পানি একাধিক পণ্য বাজারে ছেড়ে বাজার দখল করতে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে প্রতিটি বিভাগে অ্যাপলের শুধু একটি করে পণ্য ব্যবহারকারীদের মন জয় করে বসে আছে। ট্যাবলেট পিসির বাজারে অ্যাপলের উপহার আইপ্যাড। আইপ্যাডের সর্বশেষ সংস্করণ আইপ্যাড ৩ বিদ্যমান ট্যাবলেট বাজারের শীর্ষে অবস্থান করছে। কোটি কোটি মানুষের হৃদয় দখল করতে অ্যাপল তাদের এই ট্যাবলেট পিসিতে কী সুবিধা দিয়েছে, তা জেনে নেই।

আইপ্যাড ৩ ওয়াইফাই এবং আইপ্যাড ৩ ওয়াইফাই+সেলুলার– এই দু'টি সংস্করণে আইপ্যাড ৩ বাজারে ছাড়া হয়েছে। সংস্করণ দু'টির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো আইপ্যাড ৩ ওয়াইফাই+সেলুলার সংস্করণে টুজি, থ্রিজি ও

ফ্রেকোয়েন্সিতে এলটিই ফোরজি নেটওয়ার্ক সমর্থন করে, কিন্তু অপরটিতে করে না। সেলুলার নেটওয়ার্ক সমর্থন না করায় ইউজিজি, জিপিআরএস এবং জিপিএসের মতো সুবিধা পাবেন না আইপ্যাড ৩ ওয়াইফাই ব্যবহারকারীরা। ওজনের ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য ছাড়া তেমন কোনো পার্থক্য নেই সংস্করণ দু'টিতে। দু'টি সংস্করণই সাদা ও কালো রঙে পাওয়া যাচ্ছে।

চমৎকার ডিজাইনের আইপ্যাডে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির রেটিনা ডিসপে-। ঋচলিত কোনো ট্যাবলেট পিসিতে এত উন্নতমানের ডিসপে-এর আগে ব্যবহার করা হয়নি। ডিসপে-র আকার আগের মতো থাকলেও আইপ্যাড ২-এর তুলনায় আইপ্যাড ৩-এ প্রায় চারগুণ বেশি পিক্সেল আছে। ৯.৭ ইঞ্চির পর্দার রেজ্যুলেশন ২০৪৮ বাই ১৫৩৬ পিক্সেল। বর্তমানের হাই ডেফিনিশন টিভিগুলোতেও এত বেশি রেজ্যুলেশন থাকে না। এমনকি খালি চোখে পিক্সেলগুলো আলাদা করে দেখার সুযোগও নেই। তাই অ্যাপলের নতুন এই আইপ্যাডে ছবি হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল।

৯.৭ ইঞ্চি পর্দার এই আইপ্যাডটি ২৪১.২ মিলিমিটার দীর্ঘ, ৯.৪ মিলিমিটার পুরু এবং এর প্রস্থ ১৮৫.৭ মিলিমিটার, যা এক হাতে সহজেই বহনযোগ্য ও চালানোর উপযোগী।

আইপ্যাডের ৫ মেগাপিক্সেল আইসাইট ক্যামেরায় থাকছে উন্নতমানের সেন্সর, অপটিকস, ইমেজ সিগন্যাল প্রসেসর এবং হাইব্রিড ইনফ্রারেড ফিল্টার যা সাধারণত ব্যয়বহুল এসএলআর ক্যামেরাগুলোতে থাকে। সব মিলিয়ে আপনি পাবেন চমৎকার ফটোগ্রাফির স্বাদ।

এ তো গেল স্থিরচিত্র ধারণ করার দিক। ভিডিও রেকর্ডিংয়েও অন্যান্য ট্যাবলেট পিসির মধ্যে আইপ্যাডের জুড়ি মেলা ভার। ১০৮০ পিক্সেলের হাই ডেফিনিশন ভিডিও ধারণ করতে পারবেন কোনোরকম ঝাপসা ছবি ছাড়াই। সব মিলিয়ে যেন ফ্রেমে বন্দি একেকটা জীবন্ত মুহূর্ত।

তৃতীয় প্রজন্মের অ্যাপল এ৫এক্স চিপ, ডুয়াল কোর কর্টেক্স-এ৯ প্রসেসর এবং কোয়াড কোর গ্রাফিক্স প্রসেসর আইপ্যাডকে দিয়েছে অনন্য মাত্রা। এখন যেকোনো কাজ তাৎক্ষণিকভাবে করতে পারবেন অনেক দ্রুততার সাথে। এতকিছুর পরও ব্যাটারির ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। নতুন আইপ্যাডের লিথিয়াম পলিমার ১১,৫৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি আইপ্যাডকে কর্মক্ষম রাখবে একটানা দশ ঘণ্টা।

দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবার জন্য থাকছে ফোরজি এলটিই প্রযুক্তি। তবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তা কার্যকর নয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার কিছু নেটওয়ার্ক এই এলটিই প্রযুক্তি সমর্থন করে। তবে আমাদের দেশে মাইক্রোসিম কার্ডের মাধ্যমে জিপিআরএস এবং ইডিজিই ও ওয়াইফাই ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যাবে আইপ্যাডে।

তৃতীয় প্রজন্মের আইপ্যাডের দু'টি সংস্করণ পাওয়া যাবে ১৬, ৩২ এবং ৬৪ গিগাবাইট ফ্ল্যাশ মেমরিসহ। প্রতিটিতে থাকছে ১ গিগাবাইট র‍্যাম। তবে নতুন করে মেমরি

লাগানোর সুবিধা থাকছে না। চলতি বছরের ৭ মার্চ মুক্তি পাওয়া আইওএস অপারেটিং সিস্টেমের ৫.১ সংস্করণ দেয়া হলেও আইপ্যাড ৩ উন্নীত করা যাবে আইওএসের ষষ্ঠ সংস্করণে। অ্যাপলের ভাষ্যমতে, বর্তমানের সেরা মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম এই আইওএস ৬। প্রায় ২শ'র মতো নতুন সুবিধা যোগ করা হয়েছে আইওএসের এই সংস্করণে। আইফটো, সিরি, ম্যাপের মতো বিল্ট-ইন অ্যাপি-কেশন তো থাকছেই, সাথে অ্যাপ স্টোর থেকে নামিয়ে নিতে পারেন আপনার প্রয়োজনীয় অ্যাপি-কেশনটি।

গুগল নেক্সাস ৭

আসুসের সাথে যৌথভাবে প্রথম ট্যাবলেট পিসি বাজারে ছেড়েছে সার্চ ইঞ্জিন জায়ান্ট গুগল। নাম নেক্সাস ৭। মূলত ৭ ইঞ্চি ডিসপে-র জন্যই এমন নাম। বর্তমান ট্যাবলেটের বাজারে আধিপত্য বিস্তারকারী অ্যাপলের নতুন আইপ্যাডের সাথে যদিও নেক্সাস ৭-এর ঠিক তুলনা চলে না, তবে গুগলের পণ্য বলে কথা! গুগল এই ট্যাবলেট পিসির বাজারজাতকরণের ব্যাপারে এতই উদগ্রীব যে সম্প্রতি তাদের হোমপেজে নেক্সাস ৭-এর বিজ্ঞাপন দেখা গেছে। গুগলের ইতিহাসে যা খুবই বিরল ঘটনা। অনেকের মতে, নেক্সাস পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ৭ ইঞ্চি ট্যাবলেট। তবে ১৯৯ মার্কিন ডলার মূল্যে এর চেয়ে ভালো ট্যাবলেট পাওয়া সত্যি দুষ্কর। সবচেয়ে বড় বিষয় নেক্সাস ৭-এ ব্যবহার করা হয়েছে কোয়াড কোর প্রসেসর, যা ট্যাবলেট পিসির জন্য সত্যি অতুলনীয়।

৩৪০ গ্রাম ওজনের স্লি-ম এই ট্যাবলেটটি ১০.৫ মিলিমিটার পুরু। এতে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যান্ড্রয়িডের সর্বাধুনিক সংস্করণ ৪.১, যা জেলি বিন নামে পরিচিত। একদিকে যেমন

গুগলের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি তেমনি আসুস ব্যবহার করেছে সর্বাধুনিক হার্ডওয়্যার, আর তাদের সমন্বিত ডিজাইনে প্রতিফলিত হয়েছে স্মার্টনেস।

নেক্সাস ৭-এ রয়েছে চমৎকার ৭ ইঞ্চি হাই ডেফিনিশন ডিসপে-। ১২৮০ বাই ৮০০ পিক্সেল রেজ্যুলেশনের ডিসপে-তে ছবি দেখা যাবে ১২৮ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থান পর্যন্ত। আসুসের টরুথভিউ প্রযুক্তি দেবে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ছবি এবং ডিসপে-র নিরাপত্তায় করনিং গ-াস থাকায় দাগ পড়ার ভয় থাকছে না।

নেক্সাস ৭-এর এনভিডিয়া টেগ্রা ৩ কোয়াড কোর ১.২ গিগাহার্টজ কর্টেক্স-এ৯ প্রসেসর বাজারে আধিপত্য বিস্তারকারী সব ট্যাবলেটকে পেছনে ফেলতে সক্ষম। হাই ডেফিনিশন ভিডিও পে-ব্যাক থেকে শুরু করে উন্নত গ্রাফিক্সের গেম খেলতে পারবেন অনায়াসেই। সাথে থাকছে ১ গিগাবাইট র‍্যাম।

৮ ও ১৬ গিগাবাইট মেমরিসহ দু'টি সংস্করণে নেক্সাস ৭ পাওয়া যাচ্ছে। তবে অতিরিক্ত মেমরি যোগ করার সুযোগ থাকছে না নেক্সাস ৭-এ। জিএসএম ভিত্তাইস না হওয়ায় ইন্টারনেট ব্যবহারের একমাত্র উপায় ওয়াইফাই। তবে একটি ক্ষেত্রে বর্তমান বাজারের সেরা ট্যাবলেট পিসিগুলো পেছনে ফেলে দেবে নেক্সাস ৭-কে। আর তা হলো এর ক্যামেরা। নেক্সাস ৭-এ ব্যবহার করা হয়েছে ১.২ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। তবে নেক্সাস ট্যাবলেটটি তৈরি করা হয়েছে গুগল পে-র কথা মনে রেখে। এটিই হতে পারে নেক্সাস কেনার অন্যতম কারণ। ৬ লাখেরও বেশি গেম এবং অ্যাপি-কেশন রয়েছে এতে। আর গুগলের সেবাগুলো তো অবধারিতভাবে থাকছেই।

সবশেষে ব্যাটারির কথা না বললেই নয়। নেক্সাস একটানা ৯ ঘণ্টা হাই ডেফিনিশন ভিডিও পে-করতে পারে। ওয়েব ব্রাউজিং বা ই-বুক পড়া যাবে টানা ১০ ঘণ্টা। আর স্ট্যান্ডবাই মুডে থাকবে ৩০০ ঘণ্টা।

গুগল নেক্সাস একই সাথে জেলি বিন অপারেটিং সিস্টেমে তৈরি প্রথম ডিভাইস ও কোয়াড কোর প্রসেসরযুক্ত প্রথম ৭ ইঞ্চি ট্যাবলেট। সেই সাথে তুলনামূলকভাবে কম মূল্যে সর্বোত্তম সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নেক্সাস ৭-এর কোন জুড়ি নেই।

স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাব টু

বর্তমান স্মার্টফোন বাজারে আধিপত্য বিস্তারকারী স্যামসাং এর গ্যালাক্সি সিরিজ ট্যাবলেট পিসি ছেড়েছিল ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে। তাদের সেই ট্যাবলেটটির নাম দেয়া হয়েছিল গ্যালাক্সি ট্যাব। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলতি বছরের প্রথমার্ধে স্যামসাং বাজারে নিয়ে আসে গ্যালাক্সি সিরিজের নতুন ট্যাবলেট- গ্যালাক্সি ট্যাব টু। ৭ ইঞ্চি ডিসপে-র ▸

গ্যালাক্সি ট্যাব টু ৭.০ এবং ১০.১ ইঞ্চি ভিসপে-র গ্যালাক্সি ট্যাব টু ১০.১ এই দু'টি সংস্করণে পাওয়া যাচ্ছে। তবে সমালোচকদের মতে, গ্যালাক্সি ট্যাব টু নতুনত্ব আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

চমৎকার ডিজাইনের গ্যালাক্সি ট্যাব টু-তে থাকছে আন্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেমের ৪.০ (আইসক্রিম স্যান্ডউইচ) সংস্করণ। ফলে লাখো অ্যাপসের সম্ভার থাকছে আপনার হাতের মুঠোয়। সেই সাথে নতুন ফিচার, আপডেটেড প-টফর্ম, চমৎকার গ্রাফিক্স, সেরা পারফরম্যান্স তো আছেই। জিএসএম ডিভাইস হওয়ায় গ্যালাক্সি ট্যাব টু'র দু'টি সংস্করণেই মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে কল এবং ম্যাসেজিং সেবা পাওয়া যাবে। একই সাথে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যাবে ইডিজিই ও জিপিআরএসের মাধ্যমে। আর ওয়াইফাইও আছে সাথে। গ্যালাক্সি ট্যাব টু ৭.০ পাওয়া যাচ্ছে ৮, ১৬ এবং ৩২ গিগাবাইট স্টোরেজে যেখানে গ্যালাক্সি ট্যাব টু ১০.১ পাওয়া যাবে শুধু ১৬ ও ৩২ গিগাবাইট স্টোরেজে। তবে দু'টি সংস্করণেই মাইক্রো এসডি কার্ডের মাধ্যমে অতিরিক্ত স্টোরেজ যোগ করার সুযোগ থাকছে। এছাড়া দু'টি সংস্করণেই থাকছে ১ গিগাবাইট র‍্যাম। মোটামুটি সব প্রোগ্রামের জন্য এর ১ গিগাহার্টজ ডুয়াল কোর প্রসেসরই যথেষ্ট, তবে কিছু কিছু হাই ডেফিনিশন ভিডিও চালানোর সময় সমস্যা দেখা গেছে বলে জানা যায়। স্মরণীয় মুহূর্তগুলো চিরস্থায়ী করে রাখতে পারেন গ্যালাক্সি ট্যাব টু'র ৩.২ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা দিয়ে। আবার ভিডিও কলের জন্য থাকছে ভিজিএ ফ্রন্ট ক্যামেরা। ১০.১ ইঞ্চি ভিসপে-র গ্যালাক্সি ট্যাব টু'র স্ক্রিন রক্ষার জন্য করনিং গরিলা গ-াস থাকলেও ৭ ইঞ্চি ভিসপে- সংস্করণে তা থাকছে না। আর যাই হোক, দু'টি সংস্করণেই বেশ ভালো ব্যাটারি ব্যাকআপ দেবে। গ্যালাক্সি ট্যাব টু'র ৭ ইঞ্চি সংস্করণে ৪০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিথিয়াম অয়ন এবং ১০.১ ইঞ্চি সংস্করণে ৭০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি থাকছে। গ্যালাক্সি ট্যাব টু ১০.১-এ চার্জ না দিয়ে একটানা ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ চলবে।

আসুস ট্রান্সফরমার প্যাড ইনফিনিটি

ট্যাবলেট পিসির বর্তমান বাজারে সবচেয়ে বড় চমক আসছে সম্ভবত আসুসের পক্ষ থেকে। তাদের নতুন ট্রান্সফরমার প্যাড ইনফিনিটি যেনো সত্যি ইনফিনিটি সুবিধার আবার হয়ে হাজির ট্যাবলেটপ্রেমীদের সামনে। বিনোদনের জন্য বর্তমানে এর চেয়ে ভালো ট্যাবলেট পিসি চোখে পড়ে না। ১৯২০ বাই ১২০০ পিক্সেল রেজ্যুলেশনের চমৎকার ডিসপে-তে ১৭৮ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। অত্যাধুনিক করনিং গরিলা গ-াস ২ আপনার ট্যাবলেটটির স্ক্রিন রক্ষার দায়িত্বে আছে। এনভিডিয়া টেগ্রা ৩ কোয়াড কোর প্রসেসর দেবে অতুলনীয় পারফরম্যান্স। আর ৮ মেগাপিক্সেল অটো ফোকাস ক্যামেরা থাকছে স্মরণীয় মুহূর্তগুলোকে চিরস্থায়ী করে রাখতে। অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে থাকছে গুগল অ্যান্ড্রয়িডের ৪.০ সংস্করণ, যা আইসক্রিম স্যান্ডউইচ নামে পরিচিত। ফলে প্রয়োজনীয় কাজের অ্যাপি-কেশনটি খুঁজে পেতে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না। ৩২ এবং ৬৪ গিগাবাইট ইন্টারনাল মেমরিসহ এই ট্যাবলেটটি বাজারে আসছে। আর ৩২ গিগাবাইট পর্যন্ত অতিরিক্ত মেমরি যোগ করার সুযোগ থাকছে। তবে ট্যাবলেটটি হাতে পেতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

প্রতিবছর বাজারে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ট্যাবলেট পিসি সরবরাহ করে চলেছে ট্যাবলেট নির্মাতারা। চাহিদা সে তুলনায় আরও অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, অতি শিগগিরই ট্যাবলেটের বাজার অন্যান্য কমপিউটারের বাজারকে ছাড়িয়ে যাবে।

ফিডব্যাক : contact@mhasan.me